উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১৪, সংখ্যা-০৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫

শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত না করার আহবান

শিশু সুরক্ষায় রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। যে সময় শিশুদের বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা সে সময় তারা বিভিন্ন শ্রমে যুক্ত হয়ে অনেকে পরিবারের হাল ধরেছে, এটা কখনো কাম্য নয়। শিশুশ্রম নিরসন আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বাংলাদেশের অনেক অর্জনের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসন উল্লেখযোগ্য। দেশ অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুসংহত করতে সবক্ষেত্রে নীতি নৈতিকতা প্রতিষ্ঠাও জরুরী। শিশুশ্রম যে বয়সে একটি শিশু আনন্দচিত্তে সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলা করার কথা সেই বয়সে ওই শিশুকে জীবিকার সন্ধানে কঠিন সংগ্রামের মুখে ঠেলে দেয়। অনেক সময় দেখা যায় সকল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এসকল শিশুর সুকুমার বৃত্তিগুলো আর প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায় না। ফলে এসকল শিশুরা সুনাগরিক হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। গত ২৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের পিটস্টপ রেষ্টুরেন্টের সম্মেলন কক্ষে ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্প আয়োজিত "শিশুশ্রম নিরসন

ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের মতবিনিময় সভা

ও শিশু সুরক্ষা" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা একথা বলেন। মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রামের *(২য় পৃষ্ঠায় ১ম কলাম)*

উন্নয়ন সংস্থা 'সহায়' এবং 'ভাফুস্‌ড' এর ঘাসফুল পরিদর্শন

গত ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর দুইদিন ঢাকার সেবামূলক সংস্থা 'সহায়' এর ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ২৩ ডিসেম্বর বিদায়ী সভায় সহায় এর প্রকল্প সমন্বয়কারী আবদুল্লাহ আল মামুন ঘাসফুলের সকলকে ধন্যবাদ জানান। ঘাসফুলের উন্নয়ন কর্মকান্ডের

ঘাসফুল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করছে-যা শিক্ষণীয়

প্রশংসা করেন। বিশেষ করে ঘাসফুল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা ও তাদেরকে সাথে নিয়ে যে মিটিং করে *(২য় পৃষ্ঠায় ১ম কলাম)*

মেখল ইউনিয়নকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষনা করা সম্ভব

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে চট্টগ্রামের হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে এযাবত দশজন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়। পুনর্বাসন কার্যক্রম টেকসই করার লক্ষ্যে কিছু

মেখল ইউনিয়নে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম

কিছু ভিক্ষুককে অব্যাহতভাবে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি হতে নিবৃত করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৮ অক্টোবর রবিবার ২য় ধাপে রহিমপুর গ্রামের পুনর্বাসিত ভিক্ষুক হোসনেয়ারা বেগমকে ইছাপুর ফয়জিয়া বাজারস্থ ঘাসফুল সমৃদ্ধি কার্যালয়ে

অনুদান হিসেবে একটি গাভী হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য ২য় ধাপে পূনর্বাসিত এই হোসনেয়ারা বেগমকে পূর্বে ১মপর্যায়ে তাহার বসত ঘরে একটি মুদি দোকান স্থাপন করে দেয়া হয়েছিল, যা থেকে তিনি বর্তমানে দৈনিক ১৫০-২০০ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন। গাভী হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন। আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, ঘাসফুলের এই কর্মসূচির মাধ্যমে মেখল ইউনিয়নের দশটি পরিবার *(৩য় পৃষ্ঠায় ২য় কলাম)*

ঘাসফুল অবহেলিত জনপদে চক্ষু ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য হলো একটি পরিবারের বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং যথাযথ

পরিমিতিতে এর সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে এক বিশেষ চক্ষু ও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা ঘাসফুলের উন্নয়নমূলক নানা কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করেন। চক্ষু ও স্বাস্থ্য ক্যাম্প উদ্বোধন করে ইউপি চেয়ারম্যান আলী আকবর মিন্টু বলেন, ঘাসফুলের এই উদ্যোগ অবহেলিত জনপদের মানুষের চক্ষু ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলে আমি আশা করি। তিনি আরো বলেন, সরকারি ভাবে সর্বস্তরে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা বলেন, এই ইউনিয়নের মানুষ ভাল ডাক্তার পায় না, আবার আর্থিক সমস্যার কারণেও মান-সম্পন্ন চিকিৎসা নিতে পারে না। এক্ষেত্রে ঘাসফুল এর চক্ষু ও স্বাস্থ্য ক্যাম্প তৃণমূল মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। অত্র এলাকার সাধারণ মানুষ যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে না। এধরনের মানবসেবামূলক কার্যক্রমে এলাকাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত। স্থানীয় দক্ষিণ গুমান মর্দ্দন ফয়েজ উল্যাহ সারেং বাড়ী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত চক্ষু ও স্বাস্থ্য ক্যাম্পটি গত ৩১ ডিসেম্বর সকাল ৯.৩০টায় শুরু হয়ে বেলা ২.০০টায় শেষ হয়। ক্যাম্পে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনসাধারন স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে ক্যাম্পে আসা সর্বসাধারণের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা, মেডিসিন, মা ও শিশুরোগ এবং ডায়াবেটিক রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে চক্ষু ও স্বাস্থ্য ক্যাম্প

হয়। উক্ত ক্যাম্পে মোট ৩৯৮ জন শিশু, কিশোর-কিশোরী, নারী ও পুরুষ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে। পুরো আয়োজনে চক্ষু ক্যাম্প পরিচালনা করেন, চট্টগ্রাম লায়ন্স দাতব্য চক্ষু হাসপাতাল কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা: শাহরিয়ার কবির খাঁন, *(৩য় পৃষ্ঠায় ১ম কলাম)*

শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত না করার আহ্বান

(১ম পৃষ্ঠার পর) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব আব্দুল জলিল শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত না করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিশুশ্রম নিরসন সমাজে সবার নৈতিক দায়িত্ব, দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, পরিপূর্ণ অর্জনে আমাদের সবাইকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম নগরীতে দাতা সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) সহযোগিতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর নেতৃত্বে সহযোগী সংস্থা ইলমা ও ওয়াচের বাস্তবায়নে Establish Child rights and Hazard free Working Environment through Education and Vocational Training (CHWEVT) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মত বিনিময় সভায় বক্তারা আরো বলেন, শহরে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণ জরুরী। অনুষ্ঠানে বক্তারা কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরেন। এগুলো হলো, শিশুশ্রম নিরসনে চট্টগ্রামে সবার সমন্বয়ে একটি কার্যকর প্লাটফর্মে কাজ করা, গৃহকর্মে শিশুদের নিয়োগ না দেয়ার ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি, সিটি কর্পোরেশনের ৪১ টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি শিশু ও মহিলা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন। ঘাসফুলের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) জনাব মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব আব্দুল জলিল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর উপ মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুল হাই খান, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবিদা আজাদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নোঙর সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান নির্বাহী এ. এস. এম. জামাল উদ্দিন, মাইশার নির্বাহী পরিচালক ইয়াছিন মনজু, ভোরের আলোর শফিকুল ইসলাম খান, দৃষ্টির প্রধান নির্বাহী হেলাল উদ্দিন মাহমুদ, বিবিএফ এর পরিচালক নাসরিন সুলতানা খানম, স্কার প্রকল্পের নুরুল ইসলাম, ব্র্যাকের মোস্তাক আহমদ, এফপিএবির রত্না রাণী দাশ, হিউমিটিনিটি ইন এ্যাকশন প্রতিনিধি সৈয়দ গোলাম মোর্শেদ, পূর্ব মাদারবাড়ীর স্থানীয় অধিবাসী মো শাহিন চৌধুরী, শিশু সুরক্ষা কমিটির সভাপতি ইকবাল আহমেদ, বিটার শিপ্রা চক্রবর্তী, পোস্তারপাড় শিশু সুরক্ষা কমিটির সভাপতি আশরাফ উদ্দিন শাহিন, সংশপ্তকের অগ্রদূত দাশ গুপ্ত, ওডেবের পপি আকতার, আইডিএফ এর শামিমা আকতার, আইএসডিই এর জাহাঙ্গীর আলম, আহ্ছানিয়া মিশনের শিপলব চাকমা, উৎসের আনোয়ার হোসেন, সিএসডিএফ এর শম্পা কে. নাহার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সিভিল সোসাইটি ও ওয়ার্ড ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির সভাপতি ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরাসহ আরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঘাসফুলের সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসডিপি) এর প্রধান এবং ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের ফোকাল পার্সন আনজুমান বানু লিমা এবং বাংলাদেশে শিশুশ্রমের উপর তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ ।

উন্নয়ন সংস্থা 'সহায়' এবং 'ভাফুস্‌ড' এর ঘাসফুল পরিদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর) থাকে যা শিক্ষণীয়। এই মিটিং থেকে শিক্ষা নিয়ে সহায়ও এ ধরণের কার্যক্রম ও মিটিং ভবিষ্যতে করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সমাপনী সভায় উপস্থিত ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী সহায় এর পরিদর্শন দলকে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং শুভেচ্ছা স্বরূপ ক্রেস্ট প্রদান করেন। এছাড়া গত ৯-১২ ডিসেম্বর চারদিন ঘাসফুল এর সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্প পরিদর্শন করেন ঢাকার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ভাফুস্‌ড এর তের জনের একটি দল। দলটি ঘাসফুল, ওয়াচ এবং ইলমার কর্মএলাকা এবং ওয়ার্ডভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির সাথে মতবিনময় করেন। মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোবারক আলী, সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর জেসমিন পারভীন জেসি, ঘাসফুলের উপ-পরিচালক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন) মফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, সাবেক-অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, লায়ন মোঃ সাইফুল ইসলাম, রউফাবাদ শিশু সুরক্ষা কমিটির সভাপতি মোঃ আনোয়ার হেসেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম, চন্দন কুমার বড়ুয়াসহ আরো অনেকে। ঢাকা থেকে আসা পরিদর্শনদলের সমন্বয়কারী ছিলেন জসিম উদ্দিন আকন্দ।

আলোচনায় চসিক ৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোবারক আলী বলেন, চট্টগ্রামে শিশু সুরক্ষা ও শ্রমজীবি শিশুদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে আমার ওয়ার্ড উন্নয়নের পাশাপাশি অগ্রাধিকার পাবে। শিশুশ্রম নিরসনে চলমান কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বক্তারা বলেন, মনে রাখা দরকার শিশুর জন্মের মতোই শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া।

সবার সম্বলিত প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধীরা হয়ে উঠবে দেশের সম্পদ

গত ৩ ডিসেম্বর ২৪তম 'আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী দিবস' ও ১৭তম 'জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস'। এবারের প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'একীভূতকরণ: সক্ষমতার ভিত্তিতে সকল প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন'। সকাল নয়টায় নগরীর প্রবর্তক মোড়ে বেলুন উড়িয়ে প্রতিবন্ধী দিবসের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো: মেজবাহ উদ্দিন। দিবসটি উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করে জেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম। র‍্যালীটি নগরীর প্রবর্তক মোড় থেকে শুরু হয়ে গোলপাহাড় মোড় হয়ে শিশু একাডেমীতে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে শিশু একাডেমী মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন *(৩য় পৃষ্ঠায় ১ম কলাম)*

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ঘাসফুল

ইউএসএআইডি ও প্ল্যান বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইট্‌স (পিএইচআর) প্রোগ্রামের আওতায় ঘাসফুল গত ১৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা হিউম্যান রাইটস্ অ্যাডভোকেসী ফোরামের সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ শিশির কুমার রায়। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা। পরে প্ল্যান বাংলাদেশের রিজিওনাল ম্যানেজার মো: তারেকুজ্জামান সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান এবং পিএইচআর প্রোগ্রামের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ উপস্থাপন করেন ও উপস্থিতিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। বক্তারা গত সভার কার্যক্রম তুলে ধরেন ও এর পর্যালোচনা করে যে সমস্ত কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে তা সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভার সভাপতি জানান সারভাইভারদের জন্য উপজেলায় একটি ফান্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা গত সভায়ও আলোচনা ছিল এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, যেকোন মুহূর্তে সারভাইভারদের সহায়তা করতে সহায়ক হবে। এ ফোরামের সফলতার জন্য তিনি সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব শফিউল আজম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আবদুল মতিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আতিয়া চৌধুরী, মেডিকেল অফিসার ডা: সরদার মো: গিয়াসউদ্দিন, ইমাম সমিতির সাধারন সম্পাদক মৌলানা আবুল কাশেম নুরী, প্রেস ক্লাব সভাপতি নুরুল ইসলাম, সাংবাদিক হারুনুর রশিদ সিদ্দিকী, ব্র্যাকের উপজেলা ম্যানেজার সত্য নারায়ন পাল, তাড়না ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ সোলায়মান, সূর্যের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার রূপস মুৎসুদ্দী,বিটার টেকনিক্যাল অফিসার সুব্রত রায়, ইউপি সদস্য ফেরদৌস বেগম, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান: ঐক্য পরিষদের সাধারন সম্পাদক তাপস কুমার দে, সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রতিনিধি আবদুল হাফিজ এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের প্রতিনিধি রাজীব দাশ।

চট্টগ্রামের পটিয়ায় ঘাসফুল পিএইচআর প্রোগ্রামের নানা কর্মসূচি

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস'১৫ উপলক্ষে পক্ষকাল ব্যাপী সচেতনতা সভা

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ২৪ নভেম্বর পটিয়া উপজেলা মিলনায়তনে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন , প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ,চট্টগ্রাম পিএইচআর প্রোগ্রামের রিজিওনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ তারেকুজ্জামান, এলসিএফ'র প্রধান নির্বাহী পংকজ চক্রবর্তী , পটিয়া প্রেস ক্লাব সভাপতি হারুনুর রশিদ সিদ্দিকী, স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা সমূহের সাংবাদিকবৃন্দ, ঘাসফুল ও ইলমার পিও,ডিপিও এবং সমাজকর্মীবৃন্দ। ২৫ নভেম্বর র‍্যালী, মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আতিয়া চৌধুরী। আজগর হোসেন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাজদা বেগম শিরু, রিজিওনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ তারেকুজ্জামান, ডিপিসি মোস্তাফিজার রহমান, বিএনডব্লিউ'র এরিয়া কো-অর্ডিনেটর হারুন অর রশিদ, মোহাম্মদ সোলায়মান। ২৬ নভেম্বর মরিয়ম আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সমাবেশ, মানব বন্ধনে ইউএনও সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ১-৩ ডিসেম্বর পটিয়া উপজেলা ও প্রতিটি ইউনিয়নে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে ফোক গান প্রচার ও লিফলেট বিতরন, ৬ ডিসেম্বর হুলাইন ছালেহ নূর ডিগ্রি কলেজে উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং ১৩ ডিসেম্বর হুলাইন হালিমা রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ে রোকেয়া দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

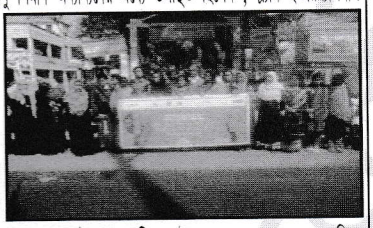

উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে কার্যকরী করে তোলা, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার হার কমিয়ে আনা, শালিশী পরিচালনা করা ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত তিন মাসে উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: শিশির কুমার রায়,উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোতাহার বিল্লাহ, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আবদুল মতিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আতিয়া চৌধুরী, ফিল্ড অফিসার ওয়াহিদুল আলম, সেলাই প্রশিক্ষক রওশন আরা বেগম, নারী জাগরন সংস্থার দিলুয়ারা বেগম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ের রীনা বড়ুয়া, ইউপি সদস্য ছখিনা বেগম ও শীলা দাশ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ চট্টগ্রাম পিএইচআর প্রোগ্রামের ডিপিসি মোস্তাফিজার রহমান, ঘাসফুলের মোহাম্মদ আজগর হোসেন ও ইলমার মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে বিদ্যালয় ভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম : গত তিন মাসে সাতটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে "বাল্য বিবাহের কুফল ও প্রতিরোধের উপায়" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রজেক্ট অফিসার আজগর হোসেন ও মরিয়ম আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার সরোজ গোমেজ।

এছাড়া ঘাসফুল পিএইচআর প্রোগ্রামের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিল : এগারটি ইউনিয়নে ২৭৫ টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড ও নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সাথে এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পটিয়া উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের হুলাইন ছালেহ নূর ডিগ্রি কলেজে দুটি স্টাডি সার্কেল ও একটি ইয়ুথ এনগেজমেন্ট ও সচেতনতা সভা, ইয়ুথ গ্রুপের উদ্যোগে পারিবারিক সহিংসতা ইস্যুতে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে নাটক প্রদর্শন করা হয়। সামাজিক সুরক্ষা দলের সাথে ১১ টি ত্রৈমাসিক সভা, ৩টি মাসিক সোশ্যাল ওয়ার্কার সভা , ৫ জনকে চিকিৎসা সেবা, ১৬৭ জনকে মনো কাউন্সিলিং সেবা, ১টি বাল্য বিয়ে বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

ঘাসফুল অবহেলিত জনপদে চক্ষু ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

(১ম পৃষ্ঠার পর) ডাঃ উজ্জল চক্রবর্তী, ডাঃ নুরুল আমিন, ডাঃ আবদুল মান্নান। এতে ১০৩ জনকে চক্ষু চিকিৎসা দেওয়া হয়, তন্মধ্যে চোখের অপারেশন ৯ জন ও ৩৫ জনকে চশমা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ সেবা গ্রহণ করে ৭৫ জন নারী ও ২৮ জন পুরুষ। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে মেডিসিন বিষয়ে সেবা প্রদান করেন ডাঃ আফরোজা খানম। এ বিষয়ে বিভিন্ন বয়সের মোট ১০৫ জন রোগীকে চিকিৎসাপত্র দেওয়া হয়। এরমধ্যে ৯০ জন নারী ও ১৫ জন পুরুষ। ডায়াবেটিক বিষয়ে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করেন ডাঃ নাদিয়া সুলতানা। এ ক্যাম্পে বিভিন্ন বয়সী মোট ৮১ জন নারী-পুরুষকে ডায়াবেটিক পরীক্ষা ও চিকিৎসাপত্র দেওয়া হয়। ডায়াবেটিক বিষয়ে সচেতনতামূলক সেবা গ্রহণ করেন ৫৪ জন নারী ও ২৭ জন পুরুষ। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে মা ও শিশুরোগ বিষয়ে চিকিৎসাসেবা পরিচালনা করেন ডাঃ শামিলা সাবরিন। ক্যাম্পে বিভিন্ন বয়সের মোট ৮৩ জন নারী, পুরুষ ও শিশুকে চিকিৎসাপত্র দেওয়া হয়। এরমধ্যে ৬৪ জন নারী ও ১৯ জন পুরুষ। উল্লেখ্য, ঘাসফুল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ঘাসফুল "সমৃদ্ধি কর্মসূচি" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে জুলাই'২০১৩ থেকে কাজ শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় গত মার্চ'২০১৫ থেকে ঘাসফুল হাটহাজারী উপজেলার আরেকটি জনপদ গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। এ কর্মসূচি'র আওতায় সমগ্র ইউনিয়নকে ওয়ার্ড ভিত্তিক ভাগ করে শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়।

সবার সম্বলিত প্রচেষ্ঠায় প্রতিবন্ধীরা হয়ে উঠবে দেশের সম্পদ

(২য় পৃষ্ঠার পর) সমাজসেবা অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপপরিচালক বন্দনা দাশ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো: মেজবাহ উদ্দিন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, সরকার প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ভাতা ৪০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। তবে সরকারের একার পক্ষে সব করা সম্ভব নয়। তিনি সমাজের বিত্তশালী ও এনজিওসহ সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সবার সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষম করে তোলা সম্ভব। এতে তারা বোঝা না হয়ে দেশের সম্পদ হয়ে উঠবে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো: আব্দুল জলিল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এম.ফরিদুল আলম, আনসার ভিডিপি চট্টগ্রাম রেঞ্জের উপ-পরিচালক মো: আজিম উদ্দিন, চারুকলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর রীতা দত্ত,পেডোরোলো এন.কে গ্রুপের চেয়ারম্যান লায়ন নাদের খাঁন, সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর আবিদা আজাদ, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদের সদস্য আরমান বাবু। ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের প্রধান আনজুমান বানু লিমা। অনুষ্ঠান শেষে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের মাঝে ভাতার বই, সুদমুক্ত ঋণ, সেলাই মেশিন, সাদাছড়ি ও হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে শিশু একাডেমীতে চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের মহান বিজয় দিবস উদযাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম এমএ আজিজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ। এতে অংশ গ্রহণ করে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীরা। কুচকাওয়াজ এ অভিবাদন গ্রহণ করেন মো: দৌলতুজ্জামান খাঁন,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) চট্টগ্রাম। আরো উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ।

ঘাসফুল আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থীদের চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এবং পুরস্কার লাভ

গত ৩০-৩১ অক্টোবর দুই দিনব্যাপি সেন্ট প্লাসিডস্ হাই স্কুলের মিলনায়তনে শিল্পী শওকত জাহানের উদ্যোগে ও পরিচালনায় চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সেন্ট প্লাসিডস আর্ট স্কুল, সানসাইন আর্ট স্কুল, ঘাসফুল আর্ট স্কুল, ওয়াইডব্লিউসিএ আর্ট স্কুল সহ মোট ৭০০ শিশু আকাঁ চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পায়। উক্ত চিত্র প্রদর্শনীতে ঘাসফুল আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করে এবং পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলো - লাবিবা মাসুদ (১ম পুরস্কার), আশরাফ শাহ (২য় পুরস্কার), হালিমা আক্তার (৩য় পুরস্কার)।

মেখল ইউনিয়নকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষনা করা সম্ভব

(১ম পৃষ্ঠার পর) হয়েছিল, যা থেকে তিনি বর্তমানে দৈনিক ১৫০-২০০ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন। সমাজের চরম অবহেলিত স্তর থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তিনি আশা করেন খুব শীঘ্রই মেখল ইউনিয়নকে একটি ভিক্ষুক মুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষনা করা সম্ভব হবে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ জসিম উদ্দিন, ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ কাইয়ুম, ঘাসফুল প্রতিনিধিগণসহ স্থানীয় বহু গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রামের হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে গত ০১ জুলাই ২০১৩ইং হতে পিকেএসএফ এর সহায়তায় উন্নয়ন সংস্থা "ঘাসফুল" দারিদ্র দূরীকরনের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সচেতন সমাজ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমঝোতার মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচি'র আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যুব উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান, সৌর বিদ্যুৎ, উন্নতচুলা, কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন, ভিক্ষুক পূনর্বাসন, শতভাগ স্যানিটেশন, স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন, নলকূপ স্থাপন, ঔষধী গাছ বাসক চাষাবাদ ,বসত বাড়ীর গুনগত মান উন্নয়নসহ নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মেখলে সমৃদ্ধি কর্মসূচির অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে ঃ ইউনিয়নে সম্পাদিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির যাবতীয় কার্যক্রম সুন্দর ও সুস্থ ভাবে মনিটরিং ও স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত কল্পে ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে সমৃদ্ধি কর্মসূচি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া ৪৪জন অসহায় চক্ষু রোগীকে বিনামূল্যে চশমা বিতরন করা হয়। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে তালিকা প্রণয়ন ও জরিপ কাজ চলছে।

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

বিবরন	গত তিন মাসের অর্জন		ক্রমপুঞ্জিভূত	
	মেখল	গুমান মর্দ্দন	মেখল	গুমান মর্দ্দন
স্ট্যাটিক ক্লিনিকের সংখ্যা	৯৯টি	৪৮টি	৫০৯টি	৯০টি
স্ট্যাটিক ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	১৪৯৩জন	৬৩৮জন	৬৫৯৮জন	১১২৯জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	২৫টি	১২টি	১২৮টি	৩০টি
স্যাটেলাইট ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	৬৬১জন	৩৫৫জন	৩২২০জন	৬৯২জন
অফিস স্যাটেলাইট	১১টি	০	৫১টি	০
অফিস স্যাটেলাইট রোগীর সংখ্যা	২৭৬জন	০	১১১০জন	০
স্বাস্থ্য ক্যাম্প	১টি	১টি	১১টি	৪টি
স্বাস্থ্য ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	৫৬৩জন	২৯৫জন	৬৪১৯জন	২৪৪৭জন
চক্ষু ক্যাম্প	১টি	১টি	৭টি	৩টি
চক্ষু ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	৩০৪জন	১০৩জন	১৬৫১জন	৬৩১জন
চোখের ছানি অপারেশন	২১জন	৪জন	৮২জন	৭জন
ডায়াবেটিক পরীক্ষা	৬২৮জন	৮৯জন	৪৮৬৫জন	৬৫০জন
স্বাস্থ্য সচেতনতা সভা	১৯৩টি	৮৬টি	২০৪৯টি	২১৪টি
কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট	৭৪৬টি	৪৩৯৫৭টি	০	০
ক্যাপসুল আয়রন,ফলিক এসিড ও জিংক	৩০৬৪টি	৬৮৪৭টি	০	০
স্যানিটারী ল্যাট্রিন	০টি	০	৪৭টি	০
পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স	০টি	০	১টি	০
শতভাগ স্যানিটেশন কার্যক্রম	০	০	৪৪৫টি	০
টিউবওয়েল স্থাপন	০	২৯টি	০	০
রিং,কালভর্ট	০	০	১৬টি	০
ভার্মি কম্পোস্ট	৫	০	৩৫	০
ভিক্ষুক পূনর্বাসন	০	০	১০জন	০
বাসক কাটিং	০	০	৩০৪৫০টি	০
গাছের চারা বিতরন	০	৫০০০টি	০	০
চলমান শিক্ষা কেন্দ্র	৩০টি	২০টি	৩০টি	২০টি
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বর্তমান)	৯০০ জন	৪১৮ জন	৯০০জন	৪১৮জন

বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এনজিও প্রতিনিধিদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের এসডিপি প্রধান আনজুমান বানু লিমা। বক্তারা এইডস প্রতিরোধে সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানান এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সফল নারী উদ্যোক্তা মনোয়ারা বেগম ঃ সুঁই-সুতায় খুঁজে নিলেন জীবিকার উপায়

হীরাপুর গ্রাম। ছায়া সুনিবিড় এক প্রত্যন্ত অঞ্চল। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার একটি গ্রাম। মনোয়ারা বেগমের শ্বশুরালয়। স্নাতক পাশ করলেও মনোয়ারা বেগম এই গ্রামের সাধারন পল্লী গৃহবধু। বিএ পরীক্ষার পরপরই তার বিয়ে হয়ে যায়। স্বামীর নাম মোজাম্মেল হক মজুমদার। মনোয়ারা বেগমের জীবনে শুরু হয় অন্য আর দশটি সংসারের মতো ভারী ঘানি টানার পালা। স্বামী মোজাম্মেলের আয় বলতে কিছুই ছিলনা। মনোয়ারা উপায় খুঁজে কী করা যায়। মনোয়ারা বলেন, সংসারের হাল শুধুমাত্র পুরুষকে ধরতে হবে কেন, নারীরাওতো ধরতে পারে। বিএ পাশ দেয়া পল্লীবধু মনোয়ারা একটা উপায় বের করে। সেলাইয়ের কাজতো তার জানা আছে। তিনি ভাবলেন, ঘরোয়াভাবে সেলাইয়ের কাজ দিয়েতো তেমন আয় হয় না। তাই বলে বিএ পাস করা মেয়েতো বসে থাকতে পারে না। স্বামীর সংসারে কিভাবে স্বচ্ছলতা আনা যায় সেই চিন্তা করতে লাগলেন তিনি। তিনি খোঁজ নিলেন কিভাবে সেলাই কাজ ঘরোয়াভাবে না করে বাজারে দোকান করা যায়। তাহলে উপার্জন কিছুটা হলেও বাড়বে। কিন্তু দোকান দিতে তো অনেক টাকার দরকার, অনেক ঝামেলা। এসময় একদিন তিনি জানতে পারেন ঘাসফুল নামে একটি সংস্থা নিম্নআয়ের মানুষকে সমিতির মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রতিবেশীদের সাথে পরামর্শ করে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সমিতিতে ভর্তি হবেন। এই চিন্তা থেকে তিনি ঘাসফুলের আপার সাথে যোগাযোগ করেন। এবং গত ০৩ নভেম্বর ২০০৮ ইং তারিখে ঘাসফুলের পদুয়ার বাজার (শাখা কোড-১৭) শাখার ০৫৯ নং সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। সমিতির নিয়ম অনুযায়ী নিয়মিত সঞ্চয় জমানোর পাশাপাশি ০১ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে প্রথম দফায় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহন করেন । ঘাসফুল মনোয়ারা বেগমকে শুধু ঋণ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেনি ব্যবসায়িক নিরাপদ বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে গেছেন। উক্ত টাকা নিয়ে প্রথমে তিনি একটি সেলাই মেশিন কিনলেন এবং আগের একটিসহ মোট দুইটি সেলাই মেশিন নিয়ে যাত্রা শুরু করেন, সেলাই প্রকল্প। এই প্রকল্পের আয় দিয়ে স্বামীকে সর্বাত্নক সহযোগীতা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে খেয়াল করলেন তার উপার্জন আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। তিনি দ্বিতীয় দফায় ০৬ নভেম্বর ২০১০ ইং তারিখ ১৫০০০/= (পনের হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে দোকানে আরও নতুন দুইটি সেলাই মেশিন কিনলেন। দিনেদিনে কাজের চাপ বাড়াতে তিনি দোকানে আরো দুইজন নতুন কর্মচারী নিয়োগ দিলেন। এভাবে তিনি ব্যবসা উন্নয়নের ধাপে ধাপে ছয় দফায় ঘাসফুল থেকে মোট ১.৮০,০০০ (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে "রাব্বি টেইলার্স" নামে সুপরিচিত দোকানে সাতজন কর্মচারীসহ মোট ১২,০০০০০/= (বার লক্ষ) টাকার সম্পদ রয়েছে। বর্তমানে মনোয়ারা বেগম ও তার স্বামী সেলাই বাবদ সব খরচ ও কর্মচারীদের মজুরী বাদ দিয়ে প্রতিমাসে ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা আয় করে থাকেন। মনোয়ারা বেগমের তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে ১ম ছেলে ৫ম শ্রেণীতে পড়ে ও মেয়ে ৪র্থ শ্রেনীতে পড়ে এবং ছোট মেয়ের বয়স ৬ বৎসর। মনোয়ার বেগম মনে করে ঋণ নিয়ে তা যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় একদিন তা উপার্জনের পথ খুলে দিবে নিশ্চিত। মনোয়ারা বেগম ঘাসফুলের ঋণ গ্রহন করে এবং সাথে সাথে ব্যবসার পথ নির্দেশনা পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন। মনোয়ারা বেগম আরও বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখেন । তিনি ও তার স্বামীসহ বর্তমানে আট জনের কর্মসংস্থান করেছেন। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিচিতিতে আরও বেশী লোকের কর্মসংস্থান করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। ঘাসফুল মনোয়ারা বেগমের মতো একজন শিক্ষিত গৃহবধুকে ঋণ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনার মাধ্যমে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত করতে পেরে গর্বিত।

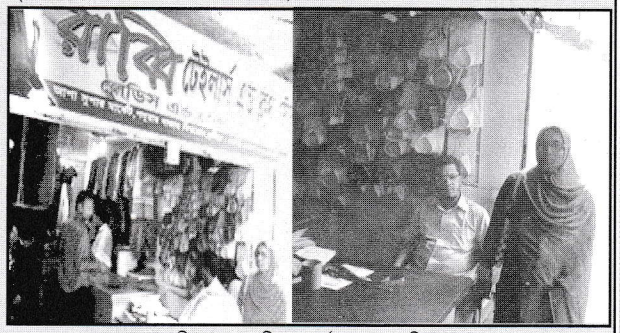

জুতা তৈরীর কারখানা থেকে হালিমা আক্তার হাসি এখন স্কুলে

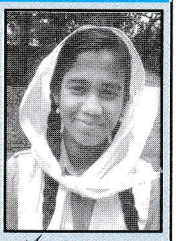

হাসি একজন শ্রমজীবি শিশু। আমি ঘাসফুলের শিশুশ্রম নিরসনে কর্মরত সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের একজন কর্মী। প্রকল্পের কাজে সারাক্ষণ তৃণমূল মানুষের বসতিতে আমাদের যাতায়াত। দৈনন্দিন কাজের মধ্যে আমাদের কর্ম-এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত শিশুর খোঁজ করতে প্রায়ই নগরীর বিভিন্ন স্থানে যাওয়া হয় আমাদের। সেরকমই একদিন আমি নগরীর নিউ মার্কেট এলাকায় যাই । মার্কেট এলাকায় জলসা সিনেমার (বর্তমানে সিনেমা হলটি নেই) চামড়ার জুতা তৈরীর কারখানায় হালিমা আক্তার হাসি'র দেখা পাই। প্রথম সাক্ষাতে আলাপ জমে তার সাথে। হালিমার বাবা মোহাম্মদ আবুল কাশেম একজন শ্রমিক। স্থানীয় এক প্লাষ্টিকের দোকানে কাজ করে। মা নাছিমা বেগম কখনো বাসায় কাজ করে কখনো বেকার বসে থাকে। দুই বোন, এক ভাই ও দাদীসহ ছয় জনের সংসার তাদের। পরিবারের সদস্য সংখ্যার অনুপাতে রোজগারে সমতা না থাকায় খুবই কষ্টের মাধ্যমে তাদের দিনাতিপাত। ফলাফল হাসির মা-বাবা তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া হালিমা আক্তারকে সরকার ঘোষিত শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ চামড়ার জুতা তৈরীর কাজে দিতে বাধ্য হয়। হাসির সাথে আলাপচারিতায় দেখা যায়, অভাবের কারণে কাজে যুক্ত হলেও অদম্য লেখাপড়ার ইচ্ছা রয়েছে তার। তার মা-বাবার অনুমতি নিয়ে হাসিকে গত ১৪মে'১৪ 'পদ্ম' সেন্টারের মাধ্যমে ঘাসফুলের সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পে যুক্ত করা হয়। নিয়মিত সেন্টারে উপস্থিতির পাশাপাশি সে লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে উঠে এবং 'পদ্ম' সেন্টার হতে চতুর্থ শ্রেণি সম্পন্ন করে। লেখাপড়ার প্রতি তার আগ্রহ ও অদম্য ইচ্ছার ফলে গত জানুয়ারী ২০১৫ সালে চামড়ার জুতা তৈরীর ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সম্পূর্ণ অবমুক্ত করে মাদারবাড়ী এস. কলোনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করানো হয়। ২০১৫ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় সে 'এ' গ্রেডে পাশ করে। হাসি এখন রেলওয়ে স্টেশন কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত এসব শিশুদেরও স্বপ্ন থাকে। ছোট ছোট স্বপ্ন। যে স্বপ্নের ভাঁজে ভাঁজে থাকে মা-বাবা, ভাই-বোনদেরকে সুখে রাখা ইত্যাদি। হালিমা আক্তার হাসিও তার ব্যতিক্রম নয়। হাসির ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সে এসএসসি পাশ করে নার্সিং কোর্সে ভর্তি হবে। নার্সিং পাশ দিয়ে একজন যোগ্য সেবিকা হয়ে এলাকার দরিদ্র মানুষের সেবা করবে। পাশাপাশি তার দরিদ্র বাবা-মা, ভাই-বোনের জীবনে আনবে সুখের অপার বন্যা। তার ইচ্ছে তার মতো যেন ছোট ছোট ভাইবোনকেও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত হতে না হয়! ছোট্ট একটি স্বপ্ন! সে স্বপ্ন নির্মাণে হাসি পাড়ি দিচ্ছে জীবন। ঘাসফুল হালিমা আক্তার হাসির ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বিনির্মাণে পাশেই রয়েছে। আমরা আশাবাদী।

জুলি বড়ুয়া, প্রোগ্রাম অফিসার, ঘাসফুল।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসিই) ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর ঘাসফুল পরিবারের অভিনন্দন

ফারহান তাজওয়ার চৌধুরী শাবাব এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায় (ইংরেজী ভার্সন) হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উর্ত্তীণ হয়। তার পিতা সৈয়দ লুৎফুল কবীর চৌধুরী ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স প্রধান হিসেবে কর্মরত এবং মাতা ফারহানা নাজ একজন সুগৃহিণী।

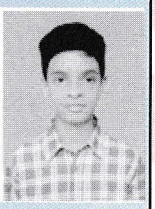

মো: সাফায়াত হাসান এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায় নওগাঁ কে, ডি,সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উর্ত্তীণ হয়। তার পিতা শামসুল হক ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারি পরিচালক হিসেবে কর্মরত এবং মাতা নাছিমা হক একজন সুগৃহিণী।

আজমাইন ফাইয়াজ আলভী এবারের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উর্ত্তীণ হয়। তার পিতা মো: ওমর ফারুক প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত এবং মাতা আনজুমান বানু লিমা ঘাসফুল সোশ্যাল ডেভলোপমেন্ট প্রোগ্রাম প্রধান হিসেবে কর্মরত।

মো: ওয়াহিদুর রহমান লিমন এবারের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় পায়েরকোলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৪.৭৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উর্ত্তীণ হয়। তার পিতা আব্দুল ওয়াদুদ ঘাসফুলে দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত এবং মাতা ইয়াসমিন আরা একজন গৃহিণী।

ইমপ্রুভ কুক স্টোভ্স (আইসিএস) বা উন্নতচুলা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) উন্নতচুলা ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করতে দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, সচেতন নাগরিক সমাজ, শিক্ষক, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সকলকে এবিষয়ে গুরুত্ব উপলব্ধি করে এগিয়ে আসতে হবে। পথ নাটক, প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনসহ দেশের বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত তারকারা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই বিষয়ে কাজ করতে পারেন। এই যৎসামান্য প্রযুক্তি; উন্নতচুলা ব্যবহার করে শুধু সমাজ নয়, রাষ্ট্র নয়, বিশ্ব জলবায়ু রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মা-বোনেরাও। পাশাপাশি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রান্নার কাজে নিয়োজিত মা-বোনেরা নিজেদের সু-স্বাস্থ্যসহ সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে পারেন। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষা এবং বিশ্ব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উন্নতচুলা ব্যবহার এবং প্রসারে একযোগে কাজ করতে হবে। এতে করে শুধু স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা নয় জ্বালানীও সাশ্রয় হবে, সময় লাগবে কম, রান্না-বান্নার কাজ হবে সহজ ও আনন্দময়। খেয়াল রাখতে হবে উন্নতচুলা ব্যবহারে চুলার ধোঁয়া থেকে রক্ষা পেতে- ধোঁয়া যে দিক থেকে আসে তার বিপরীতে বসে রান্না করতে হবে। শুকনা খড় বা অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। রান্নার সময় নাক ও মুখ শাড়ির আঁচল, ওড়না কিংবা পরিস্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা জরুরী। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করা যায়। মাস্ক ধুলাবালি, ধোঁয়া ও পোলেন গ্রেইন থেকে ব্যবহারকারীকে রক্ষা করে। উন্নতচুলা ব্যবহার করুন, অন্যকে ব্যবহারে পরামর্শ দিন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বের কল্যাণে ভূমিকা রাখুন। উন্নতচুলার মতো সামান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিংবা দেশের সকল প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের জন্য অসামান্য অবদান রাখা সম্ভব।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১৪, সংখ্যা-০৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫

সম্পাদকীয়

বার্ধক্যের নিঃসঙ্গ দিনগুলো ভরে উঠুক জীবনের সজীবতায়

পহেলা অক্টোবর পালিত হলো আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'নগর পরিবেশে প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি সুনিশ্চিত করুন'। দিবসটি উপলক্ষে এক বাণীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন ও সমাজের বিত্তবানদের প্রবীণদের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, 'নগর পরিবেশে প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তিসহ সব ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার সুনিশ্চিত করাই আমাদের প্রত্যয়"। উন্নত চিকিৎসা সুবিধা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস এবং ব্যাপক সচেতনতার ফলে বাংলাদেশের জনগণের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েছে। খাদ্য গ্রহণের ভারসাম্য ও আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাসের কারণে বয়স্কদের মৃত্যুহার কমেছে, ফলে তাদের গড়আয়ুও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রবীণদের বেঁচে থাকার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। গড়আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে প্রবীণদের নিঃসঙ্গ অবসর ও অক্ষম জীবনের পরিধি এবং অব্যক্ত বেদনা। কারণ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় যারা আমাদের শৈশবে এক মুহূর্তের জন্য একা ছাড়েনি আমরা তাদের শেষ বয়সে চরম একাকীত্বে ঠেলে দিই। স্থাপত্যবিদ্যায় আধুনিক আবাসিক ফ্ল্যাটগুলোতে লিভিংরুম, রিডিং রুম, ড্রয়িংরুম, গেষ্টরুম এমনকি সার্ভেন্ট রুমের নকশা থাকলেও কোথাও প্যারেন্টস রুমের ব্যবস্থা থাকে না। অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে নিয়ে বসবাসের ধারণা আধুনিক বসতির নির্মাণ-শৈলীতে অনুপস্থিত। মানবতার দুঃখজনক অধ্যায় হলো; আমাদের প্রজ্ঞায়, আধুনিকতায় এবং নৈতিকতায় মা-বাবারা যেমন সবসময় আমাদেরকে সঙ্গে করে রেখেছেন তেমন করে তাঁদেরকেও বৃদ্ধ বয়সে সঙ্গে রাখার বিষয়টি স্থান করে নিতে পারেনি। চাকুরীজীবি প্রবীণেরা প্রবীণকালে বিশেষ করে চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত লোকজন নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে আসা অবসর জীবনে তারা তেমন কারো সহায়তা পায় না উপরন্ত সম্মুখীন হয় নানা বিড়ম্বনায়। চাকুরী জীবন শেষে পাওয়া এককালীন টাকাগুলো তাদের জীবনে শেষ সময়ের একমাত্র অবলম্বন হলেও দেখা যায় এ টাকা নিয়ে শুরু হয় বিভিন্ন সমস্যা। দেখা যায় প্রবীণ লোকটি নিজ ছেলের কাছেও এই টাকা নিয়ে বিরোধ-বিপত্তির সম্মুখীন হয়। অনেক সময় দেখা যায় বিনিয়োগের নানা ফন্দি-ফিকিরে পড়ে সর্বস্বান্ত হয় জীবনের শেষ সময় অতিক্রান্ত প্রবীণ লোকটি। তাছাড়াও প্রবীণেরা হঠাৎ করে কর্মহীন এবং স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় তারা মানবেতর জীবন-যাপনে পতিত হয়। তাইতো গভীর ক্ষোভে এবারের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. এ এস এম আতিকুর রহমানকে বলতে শোনা যায়, 'মানুষের জীবনের সাথে আমরা অতিরিক্ত বছর যোগ করতে পেরেছি; কিন্তু বাড়তি বছরগুলোতে জীবন যোগ করতে পারিনি।' আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র যদি প্রবীণদের অবসর গ্রহণের পর তাদের উপযোগী স্বেচ্ছাশ্রমে বা পারিশ্রমিকে কোন কাজের ব্যবস্থা করা যায়, নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যস্ত রাখা যায় এবং তাদের শেষ সম্বলের টাকাগুলো নিরাপদ বিনিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় - তাহলে প্রবীণদের জীবনে কিছুটা নিশ্চয়তা এবং স্বস্তি দেয়া সম্ভব হতো। এক্ষেত্রে শুধু সরকারী ব্যবস্থাপনা নয়, দেশে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থাগুলোও একটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রবীণদের অবসরগ্রহণের পর পাওয়া এককালীন টাকাগুলো বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিরাপদ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করাসহ নানা সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে বার্ধক্যের বিবর্ণ জীবনে কিছুটা সজীবতার সঞ্চার করতে পারে। এবারের প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রবীণ কৃষকদের কৃষি অভিজ্ঞতা নানাভাবেই কাজে আসে নবীন কৃষকদের। প্রবীণ কৃষকেরা তাই এদেশে একেবারেই অবহেলার পাত্র নন। প্রবীণদের সমস্যা প্রধানত দেখা দিয়েছে অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবীদের মধ্যে। রাষ্ট্র যদিও সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান আসতে পারে না। মানবসমাজে পরিবার নামের প্রতিষ্ঠানটিও ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রবীণদের সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্র নয়, পরিবারের গুরুত্বই হল সবচেয়ে বেশি- এটা আমাদের উপলব্ধিতে থাকা জরুরী। কারণ কোন উন্নয়ন সংস্থা বা রাষ্ট্র নয় আপন পরিবারের মাধ্যমেই প্রবীণদের সমস্যা সমাধান অধিকতর সম্মানজনক। বার্ধক্য মানবজীবনের শেষ অধ্যয় হিসেবে চিহ্নিত। জীবনের এ পর্যায়ে একজন প্রবীণ নানামাত্রিক সমস্যায় পড়েন; যদিও খাতা-কলমে সমাজ-সংসারে তাদের অধিকার সুরক্ষিত। তবে অধিকারের প্রশ্নে নয় বরং তাদের জীবনের শেষভাগ সফল, সার্থক ও স্বাচ্ছন্দময় এবং তৃপ্তিময় করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের সংস্কৃতিতে একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থায় প্রবীণদের অবস্থান অত্যন্ত সম্মানজনক। ইদানীং পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বর্তমান সমাজ-সংসারে বয়স্করা অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন- যা কোনভাবেই কাম্য নয়। তাই হতভাগ্য কোন কোন প্রবীণ ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্যের করুণার পাত্র হয়ে বাকি জীবন অতিবাহিত করছেন। নিজের সন্তানের কাছেও হচ্ছেন অবাঞ্ছিত। প্রবীণদের বয়স্ক কেন্দ্রে পূর্নবাসন আমাদের সংস্কৃতিতে কোন সম্মানজনক সমাধান নয়। প্রবীণনিবাসে বসবাসকারী শত শত প্রবীণের ম্লাণ মুখ, চোখের অশ্রুনই প্রমাণ করে - এ জীবন কারো কাম্য ছিল না। গ্রামে বা শহরে স্বচ্ছল প্রবীণেরা পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন, ধর্মীয় কর্মকান্ডে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন। মধ্যবিত্ত প্রবীণেরাও বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তবে নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র প্রবীণেরা যতদিন শারীরিক ক্ষমতা থাকে ততদিনই উপার্জনে নিয়োজিত থাকেন। এক্ষেত্রে সমাজ, রাষ্ট্র বা প্রবীণ কল্যাণে কর্মরত দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রবীণদের এসকল সামাজিক কর্মকান্ডকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে এনে এবং যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে একটি সম্মানজনক পর্যায়ে স্থান করে দিতে পারে। তাছাড়াও আমাদের দেশে প্রবীণদের রয়েছে আরো নানাবিধ সমস্যা। তারমধ্যে রয়েছে - অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাবে প্রবীণদের পরিচর্চা সঠিকভাবে না করা, নবীনেরা প্রবীণদের সঙ্গ কিংবা / সময় দিতে আগ্রহ প্রকাশ না করা ইত্যাদি। প্রবীণদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো জরুরী হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। বাবা-মায়েরা তাদের জীবনের সমুদয় উপার্জন ব্যয় করে সন্তানদের গড়ে তুলতে। তাই প্রশ্নাতীতভাবে তাদের বার্ধক্যের দায়িত্ব গ্রহণ; তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। আমাদের সকলেরই মনে রাখা জরুরী আজকের নবীণ বা যুবক আগামী দিনের প্রবীণ। সুতরাং আমাদেরকে সময় থাকতে এমন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে একজন প্রবীণ গণ্য হবে একজন সম্মানিত অভিভাবক হিসেবে।

উপ-সম্পাদকীয়

ইমপ্রুভ কুক স্টোভ্স (আইসিএস) বা উন্নতচুলা

বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে কিংবা শহরের দরিদ্র মানুষের বসতিতে জ্বলছে অসংখ্য সাধারণ প্রচলিত চুলা- যার চারপাশ দিয়ে বের হয় অবারিত ধোঁয়া। সাধারণ প্রচলিত চুলার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকে পুরো ঘর- যেখানে বৃদ্ধ থেকে শিশু এবং বিভিন্ন ধরণের রোগীরাও বসবাস করে আসছে। কথায় আছে একটি উন্মুক্ত চুলা হাজারটি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে প্রতিনিয়ত। এসব ধোঁয়ায় প্রতিনিয়ত বায়ুদূষণ ঘটছে, নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। অপরপক্ষে জৈব জ্বালানির উৎস লতাপাতা, খড়কুটা, পাটকাঠি, কাঠ, গোবর ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় দেশের বনাঞ্চল হচ্ছে উজাড়। চাষযোগ্য কৃষিজমি বঞ্চিত হচ্ছে জৈব পদার্থ থেকে। ব্যাপক হারে নির্গত এই ধরণের চুলার ধোঁয়া স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড়ধরণের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্টে দেখা যায় শুধুমাত্র রান্নাঘরের ধোঁয়ার কারণেই প্রতি বছর বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। পৃথিবী জুড়ে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ বায়ু দূষণজনিত রোগে মারা যায়। উন্নত চুলা মুলত: পরিবেশ বান্ধব এবং ব্যবহারকারীর উপকারী এক প্রকার চুলা। **উন্নতচুলা বা ইমপ্রুভ কুক স্টোভ্স হলো ইট, বালি ও সিমেন্টের তৈরী ছাঁকনি চিমনি এবং টুপিযুক্ত এক বিশেষ চুলা যেখানে নির্গত ধোঁয়া চিমনি দিয়ে রান্না ঘরের বাইরে চলে যায়। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইডকল) দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, দ্বীপাঞ্চলে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে উন্নতচুলা ব্যবহারে নানাবিধ অভিনব কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ফলে ধীরে ধীরে উন্নতচুলা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সাধারন মানুষের কাছে। বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীর মা-বোনেরা, গাঁয়ের বধুরা সচেতন হয়ে উঠছে রান্নাঘরের প্রতি, নিজের স্বাস্থের প্রতি।** বড় বাড়ি, ছোট বাড়ি কিংবা রান্নাঘরের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী উন্নতচুলা বিভিন্ন সাইজ ও আকৃতির হয়। উন্নতচুলায় আবার জ্বালানি প্রবেশদ্বারের উপর নির্ভর করে একমুখী, দ্বিমুখী কিংবা জোড়ামুখী এবং বহনযোগ্যচুলা তৈরী করা হয়। মুখ যত প্রকারই হোক না কেন লাকড়ি/জ্বালানি প্রবেশের পথ কিন্তু একটাই থাকে। প্রচলিত চুলা বাদ দিয়ে উন্নতচুলা ব্যবহারে শুধু পরিবেশ রক্ষাই হয় না, জ্বালানী খরচও অনেক কম হয়। পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর নিশ্চিত হয়। ধোঁয়া, ঝুল ও কালি থেকে দূষণমুক্ত থাকে রান্নাঘর এবং রান্না করা তরকারি, ভাত ইত্যাদি। সাধারণত রান্নাঘরের এসব নানাবিধ ঝুল কালি থেকে দূষিত হয় খাদ্যদব্য। দূষিত খাদ্যদ্রব্য থেকে সৃষ্টি হয় নানারকম শারীরিক সমস্যা। মাথা ব্যথা, চোখ জ্বালা করা বা দৃষ্টিশক্তির অবনতি, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানী, অ্যাজমা, অ্যালার্জি, আলসার, ক্যান্সার এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। উন্নতচুলা ব্যবহারে এই সমস্ত স্বাস্থ্য সমস্যা অনেকটা কমে আসে। আর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো উন্নতচুলা ব্যবহারে গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কম হয়। দেশের প্রচলিত প্রায় তিন কোটি সাধারণ চুলা উন্নতচুলায় রূপান্তরই হলো উন্নতচুলা ব্যবহারের প্রকৃত গন্তব্য। আমাদের দেশে সম্প্রতি দেখা দিয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংকট। তাছাড়া গ্যাস নাই এরকম সকল স্থানেই উন্নতচুলা ব্যবহার করা কিংবা উন্নতচুলা ব্যবহারে জনগণের সচেতনতায় কাজ করা জরুরী। পারিবারিক রান্না এবং গৃহস্থালী কাজে যেমন ধান সিদ্ধ, পানি গরম করা, শীতকালে গবাদি পশুর খাদ্য তৈরীতেও উন্নতচুলা ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও চায়ের দোকান, হাসপাতাল, ছাত্রীনিবাস, হোটেল, রেঁস্তোরা, পিকনিক স্পটসহ সকল প্রকার রান্নার কাজে উন্নতচুলা ব্যবহার করা সম্ভব। বড়ধরণের রান্নার কাজে কিংবা শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য রয়েছে বিশেষ ধরণের উন্নতচুলা। **(৪র্থ পৃষ্ঠায় ১ম কলাম)**

ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের এক নজরে
গত তিন মাসের (অক্টোবর-ডিসেম্বর) নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	১০০২ জন রোগী
টিকাদান কর্মসূচি	৪৫৫ জন
পরিবার পরিকল্পনা	১৫৭১ জন
নিরাপদ প্রসব	৮৬ জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	৪৫৪৩ জন
হেলথ কার্ড	৩৯৮ জন

ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বীমাদাবী পরিশোধ

ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ এর বিপরীতে বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মৃত্যু পরবর্তীকালীন সময়ে উপকারভোগী সদস্যদের ঋণ মওকুফ করে দেয়া হয় যা ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ৫১ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যু বরণ করেন। বীমা দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১০,০৩,৬৩৫/- (দশ লক্ষ তিন হাজার ছয় শত পঁয়ত্রিশ) টাকা। তাছাড়া মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা ৪,৫৫,৯৯৩/-(চার লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার নয়শত তিরানব্বই)। ঘাসফুলের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাগনের উপস্থিতিতে মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীর হাতে বীমা দাবীর টাকা হস্তান্তর করা হয়।

নগর ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম
(৩১শে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত)

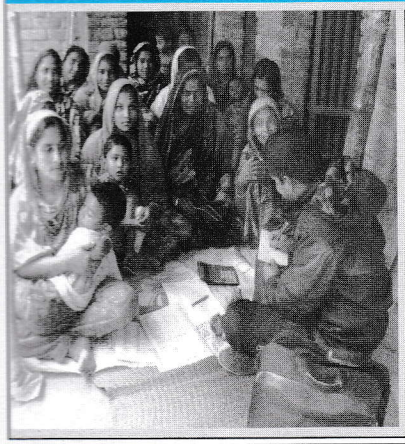

সমিতির সংখ্যা	৪৮৫৬
সদস্য সংখ্যা	৫৯৩৯৮
সঞ্চয় স্থিতি	৩৫৬৩৯১৩৪৭
ঋণ গ্রহীতা	৪৬৮৩৯
ক্রমপুঞ্জিভূতঋণ বিতরন	৭৯৫৪৯২৭৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	৭১৭৯৯৩৮৭১০
ঋণ স্থিতির পরিমান	৭৭৪৯৮৮৯৯০
বকেয়া	২৫৮৬০৫০৩
শাখার সংখ্যা	৩৯

ঘাসফুল এর উদ্যোগে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন

ইডকলের সহযোগীতায় ঘাসফুল বায়োগ্যাস কার্যক্রমের আওতায় নওগাঁ ও চট্টগ্রাম জেলায় গত তিন মাসে ২০টি এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৬৫টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়।

দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত (অক্টোবর-ডিসেম্বর) তিন মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক	স্থান
১	মনিমুল হক , অফিসার (শাখা ব্যবস্থাপক)	০৪-০৮ অক্টোবর	পরীবীক্ষন ও মূল্যায়ন	পিকেএসএফ	পিকেএসএফ
২	মো: জামাল উদীন ও শাপলা দাশ, অফিসার (শাখা ব্যবস্থাপক)	১১-১৫ অক্টোবর	সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	পিকেএসএফ	ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম)
৩	মমতাজ আক্তার, প্রিয়া চৌধুরী ও মনোজিৎ আর্চায্য এ.অফিসার (সি,ও)।	১৭-২১ অক্টোবর	দলীয় গতিশীলতা,সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা'	পিকেএসএফ	প্রত্যাশী
৪	মো: আরিফুল ইসলাম , জুনিয়র অফিসার(শাখা হিসাব রক্ষক)	১৮-২১ অক্টোবর	হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	পিকেএসএফ	ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম)
৫	মো: ওসমান, অফিসার (শাখা ব্যবস্থাপক)	০৮-১১ নভেম্বর	সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	পিকেএসএফ	ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম)
৬	সিরাজুলইসলাম, (প্রোগ্রাম ম্যানেজার), সিএইচডব্লিউইভিটি	৭-৯ নভেম্বর	শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন বিষয়ক	এফএপিবি	ইপসা ট্রেনিং সেন্টার
৭	মিজানুর রহমান	১৫-১৯ নভেম্বর	দলীয় গতিশীলতা,সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা'	পিকেএসএফ	প্রত্যাশী
৮	মিজানুর রহমান, অফিসার (শাখা ব্যবস্থাপক)	১৭-১৯ নভেম্বর	পরীবীক্ষন ও মূল্যায়ন	পিকেএসএফ	ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম)
৯	পংকজ মিত্র, জুনিয়র অফিসার(শাখা হিসাব রক্ষক)	২২-২৫ নভেম্বর	হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	পিকেএসএফ	ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম)
১০	মু: নুরুউদ্দীন মিজান, সহকারি এডমিন এন্ড একাউন্স (সিএইচডব্লিউইভিটি)	২৪-২৭ নভেম্বর	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)
১১	সরফরাজ চৌধুরী, শাখা সুপারভাইজার	০৬-১০ ডিসেম্বর	সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	পিকেএসএফ	ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম)
১২	আল আমিন সরদার, জুনিয়র অফিসার(শাখা হিসাব রক্ষক)	১২-১৫ ডিসেম্বর	হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	পিকেএসএফ	ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম)

গ্রামীণ জনপদে তথ্য-প্রযুক্তি সেবায় ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র

চট্টগ্রামের হাটহাজারীস্থ সরকারহাটে গ্রামীণ জনপদে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র। এরই ধারাবাহিকতাই গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ৩৬৪ জনকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদান করা হয়।

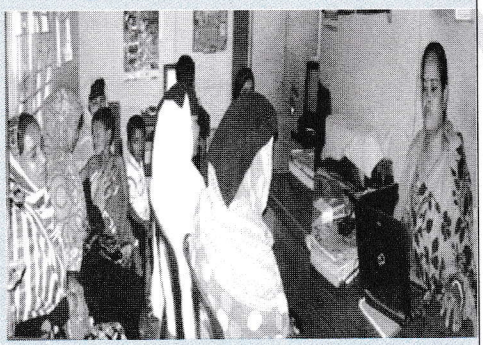

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মহান বিজয় দিবস পালন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল সেবক কলোনির শিশু বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশু ও মাদারবাড়ি এস. কলোনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষিকারা অংশ গ্রহণ করেন। শিশুরা বর্ণাঢ্য র‍্যালী নিয়ে কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গনের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। র‍্যালী শেষে স্কুলে বিজয় দিবস নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মাদারবাড়ি এস. কলোনী সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলি দাশ, ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষিকা তমালি দাস ও অন্যান্য শিক্ষিকারা। এছাড়া ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঘাসফুলের উদ্যোগে নওগাঁয় চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত

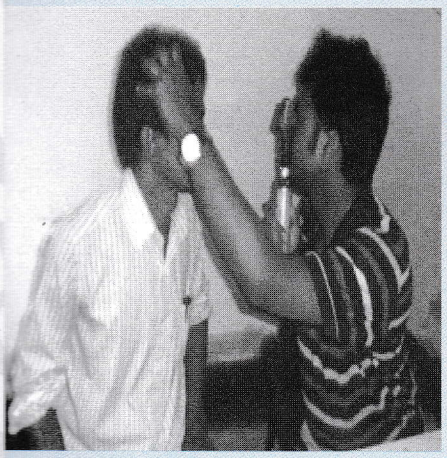

ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) নিয়ামতপুর, সাপাহার, পত্নীতলা, চৌমাসিয়া, সতিহাট, জিনারপুর উপজেলা সমূহে দশটি বিনামূল্যে চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	৩	১৯০	৫৯	৩৩
সাপাহার	৩	৪৭৯	৯৫	৪২
পত্নীতলা	১	৪৪	৪	০২
চৌমাসিয়া	১	৮৬	১৩	১১
সতিহাট	১	১১০	১১	০৭
জিনারপুর	১	২২৪	১৮	০৪
মোট	১০	১১৩৩	২০০	৯৯
ক্রমপুঞ্জিভূত	৯২	১৩২৮৮	২০৯২	১১৪৩

দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবায় ঘাসফুল ডিআইআইএসপি

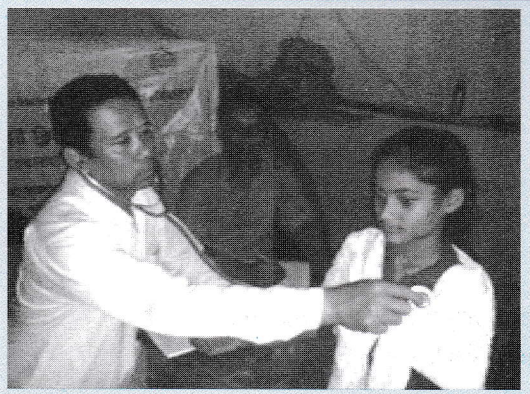

ঘাসফুলের কর্ম-এলাকা সরকার হাট ও হাটহাজারী সদর শাখায় ঘাসফুল ডেপলেপিং ইনকুসিভ ইন্সুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP) এর ক্ষুদ্রবীমা স্বাস্থ্য সেবার আওতায় দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষদের প্যারামেডিক সেবা, এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা, হাসপাতলে ভর্তি ও নগদ সুবিধাসহ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ৫৭০জনকে প্যারামেডিক সেবা, ৫০ জনকে হাসপাতলে প্রেরণ করা হয়। হাসপাতলে ভর্তি ও নগদ সুবিধা প্রদান করা হয় ৩ জনকে, এবং ৪৬৫ জনকে সচেতনতামূলক পরামর্শ দেওয়া হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ২২১৭ জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

লেখা আহ্বান : দেশের যে কোন চিন্তাশীল নাগরিক, গবেষক, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত কর্মকর্তা/শিক্ষাবিদ উন্নয়ন বিষয়ক, প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক, প্রযুক্তি বিষয়ক যে কোন সুচিন্তিত লেখা/কলাম/মতামত/স্বাক্ষাৎকার অতিথি কলামে ছাপা হবে।
লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, ঘাসফুল বার্তা। ghashful@ghashful-bd.org

দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস

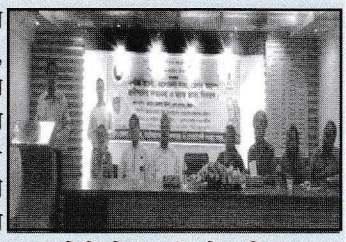

গত ১ অক্টোবর সকাল ৯টায় জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহের আয়োজনে 'চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৫ উদযাপিত হয়। মাননীয় জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম জনাব মেজবাহ উদ্দিন উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন জেলা সমাজসেবা উপ পরিচালক বন্দনা দাশ। ঘাসফুলের সিএইচডব্লিউইভিটি কর্মকর্তাবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস

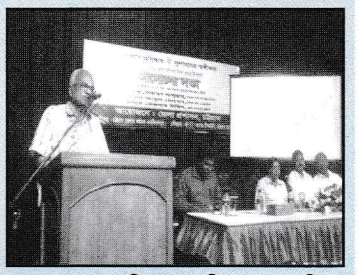

গত ৪ অক্টোবর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৫ উদযাপিত হয়। মাননীয় জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম জনাব মেজবাহ উদ্দিন এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও মূখ্য আলোচক ছিলেন কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন। ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা ও সিএইচডব্লিউইভিটি কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস

গত ৯ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ও দুর্নীতি দমন কমিশন চট্টগ্রামের আয়োজনে 'দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন' শীর্ষক আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ২০১৫ উদযাপিত হয়। মাননীয় জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম জনাব মেজবাহ উদ্দিন এ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ডিসি হিল থেকে র‍্যালী শুরু হয়ে চট্টগ্রাম মুসলিম হলে এসে শেষ হয়। ঘাসফুলের সিএইচডব্লিউইভিটি কর্মকর্তাবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস

গত ১৮ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস চট্টগ্রামের আয়োজনে আগ্রাবাদ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস প্রাঙ্গণে 'বিশ্বময় অভিবাসন,সমৃদ্ধ দেশ, উৎসবের জীবন' শীর্ষক আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপিত হয়। মাননীয় জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম জনাব মেজবাহ উদ্দিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ ও ঘাসফুল কর্মকর্তা নার্গিস আক্তার অংশগ্রহণ করেন, দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় ছিল র‍্যালী, অভিবাসীর সন্তানদের নিয়ে কুইজ প্রতিয়োগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, অভিবাসীর সন্তানদের বৃত্তি প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শেষের পাতা

প্রকাশনার ১৪ বছর

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১৪, সংখ্যা-০৪ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫

তৃণমূল নারীদের সম্মানিত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায় আরো অগ্রসর করা সম্ভব

তৃণমূল নারীদের সম্মানিত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতা আরো অগ্রসর করা সম্ভব। সফল নারীদের স্বীকৃতি প্রদান করা হলে অন্যান্য

নারীরা এগিয়ে আসতে উৎসাহিত হবে। এক্ষেত্রে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি হবে এবং তৃণমূল পর্যায়ের নারীদেরকে রাস্ট্রীয় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার তথ্যগুলো জানার সুযোগ করে দিতে হবে। এতে নারীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় সর্ম্পকে সচেতন হবে। সারাদেশে নারীদের মধ্যে এধরনের ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ১০ডিসেম্বর চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জয়িতা পুরস্কার ও মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ঘাসফুলের সহযোগীতায় পটিয়া উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তরা এই কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিসেস রোকেয়া পারভীন, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার মোহাম্মদ পেয়ারু, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আতিয়া চৌধুরী, ঘাসফুলের উপ পরিচালক মফিজুর রহমান।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায় সাফল্যের ধারা অব্যাহত

প্রতিবারের মতো এবারও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায় ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের আট জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে এবং শতভাগ কৃতিত্বের সাথে পাশ করে। উর্ত্তীণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে লাবিবা মাসুদ, শিহাব উদ্দীন, ছামিরা আক্তার ইমা, নাদিয়া আক্তার নিপা,জান্নাতুল ফেরদৌস টিনা,হাছিনা আক্তার, মো: নাদিম, বিবি খাদিজা আক্তার। উল্লেখ্য ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন নাহার রহমান পরাণ শিশুদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০২ সালে পশ্চিম মাদারবাড়িতে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাবধি তা সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি রইলো আন্তরিক অভিনন্দন।

ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের আওতায় প্রশিক্ষণ ও বীজ বিতরণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের আওতায় পটিয়ার চরকানাই এলাকায় গত ১৯-২০ অক্টোবর ও নলান্দা ইউনিয়নে ২৮-২৯ অক্টোবর ২৫ জন উপকারভোগী সদস্যদের নিয়ে দুই দিন ব্যাপী কেঁচো সার বিষয়ক দু'টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে উপস্থিত ছিলেন ডা: মো: আলমগীর (প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা, পটিয়া উপজেলা), ডা: রেজওয়ানুল হক (প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা, চন্দনাইশ), ঘাসফুলের মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের প্রধান লুৎফুল কবীর চৌধুরী, সহকারী ব্যবস্থাপক (কৃষি) ফজলে রাব্বী, সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রাণী সম্পদ) ডা: মেরী চৌধুরী ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপক মো: সেলিম। এছাড়াও ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ঃ **ছাগল পালন:** ৪ জন (বুনিয়াদ) উপকারভোগী সদস্যকে ২টি করে মোট ৮টি ছাগী, ছাগলের মাচা এবং ঘাসের বীজ প্রদান করা হয়। এছাড়া ২জন (জাগরন) উপকারভোগী সদস্যকে ছাগলের মাচা এবং ঘাসের বীজ প্রদান করা হয়। **গাভী পালন:** উপকারভোগী ২ জন সদস্যকে গাভীর দিবাকালীন ঘর, ঘাসের বীজ, সার, টিকা,ঔষধ প্রদান করা হয়। **কেঁচো সার:** ১০ জন উপকারভোগী সদস্যকে কেঁচো সার তৈরীর জন্য ২টি করে রিং ও স্ল্যাব এবং কেঁচো প্রদান করা হয়। **বসত বাড়ীতে সবজি চাষ :** ভাটিখাইন ইউনিয়নে ২০জন কৃষক পরিবারের মাঝে পুঁইশাক, লালশাক, ডাটাশাক, লাউয়ের বীজ ও সার(ইউরিয়া, টিএসপি,এমপি) বিতরন করা হয়।

পুকুরে মাছ ও পাড়ে সবজি চাষ প্রদর্শনী ও বিতরন : পটিয়া উপজেলার দক্ষিণঘাটা এলাকায় ২ জন উপকারভোগী সদস্য এবং কাজী পাড়ায় ১জন উপকারভোগী সদস্যকে মাছের পোনা এবং সবজির বীজ প্রদান করা হয়।

উপদেষ্টা মন্ডলী

ডেইজী মউদুদ

লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)

রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সমিহা সলিম

সম্পাদক

আফতাবুর রহমান জাফরী

নির্বাহী সম্পাদক

সৈয়দ মামুনূর রশীদ

সম্পাদকীয় পরিষদ

মফিজুর রহমান

আনজুমান বানু লিমা

লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব

চট্টগ্রামের পটিয়ার উপজেলায় ব্র্যাক এর সহযোগীতায় ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের ১৫০ জন শিক্ষার্থী এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এবং ৯৫% কৃতিত্বের সাথে উর্ত্তীণ হয়। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি রইলো আন্তরিক অভিনন্দন।

বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন

গত ১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে প্রতিবারের মতো এবারও চট্টগ্রাম নগরীতে পালিত হলো বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডসে মৃত্যু নয় একটিও আর; বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার।' বিশ্ব এইডস দিবসে সকাল ৯টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় প্রেস ক্লাব থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে তা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে চট্টগ্রাম জেলার সিভিল সার্জন ডা: মো: আজিজুর রহমান সিদ্দিকী এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডা: মো: আলাউদ্দিন মজুমদার,পরিচালক (স্বাস্থ্য)। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশের এইচআইভি এইডসের সংক্রমণের হার কম হলেও এখনো আশঙ্কামুক্ত নয়। দেশে কয়েক হাজার মানুষ নিজের অজান্তে এইচআইভি জীবাণু বহন করছে এবং অন্যদের ছড়াচ্ছে। তিনি আরো বলেন কি ভাবে এইডস এর জীবাণু মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে তার তথ্যগুলো সাধারন মানুষকে জানাতে হবে এবং এ সর্ম্পকে সচেতন করতে হবে। এছাড়া সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে ও ধর্মীয় অনুশাসন পালনের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করলে এইচআইভি এইডস এর ভয়াবহতা প্রতিরোধ সম্ভব। আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ডা: অজয় কুমার দাশ (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ), ডা: মো: নুরুল হায়দার (সিভিল সার্জন অফিস)। *(৩য় পৃষ্ঠায় ২য় কলাম)*

প্রকাশনায় : ঘাসফুল, ৪৩৮ মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯-৭৪১১৬৬

ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org